চলে গেলেন বাংলাদেশের ধান গবেষণার পথিকৃৎ
ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক তথা কৃষি বিজ্ঞানীদের পুরোধা গবেষণাগুরু ড. শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান আজ ভোর সাড়ে সাতটায় তাঁর ইন্দিরা রোডস্থ বাস ভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়াইন্না ইলাইহে রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৮৫ বছর। তাঁর স্ত্রী প্রয়াত হয়েছেন বছর তিনেক আগে। ড. জামান শোকার্ত করে রেখে গেছেন দুই কন্যা একপুত্র, দুই জামাতা এক পুত্রবধূ এবং ছয় নাতি নাতনি আর অগনিত ছাত্র-ছাত্রী, সহকর্মী ও অনুসারী। রাষ্ট্রীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে সম্মানিত এ বিজ্ঞানীর মৃত্যুতে দেশ এবং আন্তর্জাতিক কৃষি বিজ্ঞান ভূবন একজন একনিষ্ঠ পরামর্শক দিকনির্দেশক হারালো আর আমারা কৃষিবিদরা হারালাম আমাদের একজন প্রফেশনাল অভিভাবক।

করুণাময় আল্লাহতায়ালা তাঁকে জান্নাতবাসি করুন।

কাইউম পারভেজ

তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং কিছু ছবি

জীবনকথা

বাংলাদেশে ধানের গবেষণার গোড়াপত্তন থেকে শুরু করে এর উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে এদেশে ধান গবেষণাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাবার পেছনে যাদের অবদান স্বীকৃত ড.শাহ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান তাঁদের মধ্যে পুরোধা। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উফশী ধানের জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে এবং এ ইনস্টিটিউট এশিয়ার অন্যতম একটি শ্রেষ্ঠ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

ড. শাহ্ মোহাম্মদ হাছানুজ্জামান ১৯২৫ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা শহরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গৃহশিক্ষকের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে গাজীপুরের শ্রীপুরে Middle English School-এ তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর ঢাকা মোসলেম হাই স্কুল থেকে ১৯৩৯ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে ঢাকা ইন্টারমেডিয়েট কলেজ ভর্তি হন এবং প্রথম বিভাগে আইএসসি পাশ করেন। অতপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ভর্তি হয়ে সেখান থেকে ১৯৪৫ সালে B.Sc Agriculture ও ১৯৪৭ সালে অবিভক্ত বাংলার Bengal Agricultural Institute (BAI) থেকে B.Ag ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তদানীন্তন কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি বিভাগে Research Assistant হিসেবে নিয়োজিত হয়ে ধান গবেষণার কাজ শুরু করেন। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের US Education Foundation থেকে বৃত্তিলাভ করেন এবং তদানীন্তন সরকারের নিকট থেকে শিক্ষা ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের Arkansas State University তে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৯৫৬ সালে Agronomy তে MS ডিগ্রি লাভ করেন এবং সেই বৎসরই যুক্তরাষ্ট্রের Texas Agriculture and Mechanical College-এ Ph.D course এ যোগ দিয়ে ১৯৫৮ সালে Plant Breeding ও Genetics বিষয়ে Ph.D ডিগ্রি লাভ করেন।

সেই বৎসরই তিনি দেশে ফিরে এসে ধান গবেষণায় পুনরায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬০ সালে তাঁকে তদানিন্তন কৃষি বিভাগের এসিসটেন্ট ইকনমিক বোটানিস্ট পদে নিয়োজিত করা হয়। ১৯৬১ সালে তিনি Botanist, Pulse and Oilseed গবেষণা বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৪ সালে তাঁকে Economic Botanist (Fibre) পদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। আশ জাতীয় শস্যের পাশাপাশি তিনি গম ও তামাকের

উপরও গবেষণা পরিচালনা করেন। একই সাথে তিনি ধান গবেষণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকেন এবং উচ্চ ফলনশীল ধান গবেষণার সূচনা করেন। ১৯৬৬ সালে East Pakistan Accelarated Rice Research Institute (EPARRI) প্রকল্প চালু হয় এবং সরকারিভাবে উফশী ধানের উপর গবেষণা জোরদার করা হয়। ১৯৬৯ সালে তদানীন্তন সরকার ড. জামানকে Rice Specialist ও Economic Botanist (Cereal) পদের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব প্রদান করে। সেই বৎসরই ধান গবেষণা কর্মকাণ্ড সাভারের অস্থায়ী কেন্দ্র থেকে জয়দেবপুরে স্থানান্তরিত হয় এবং তাঁরই নেতৃত্বে ধান গবেষণা বিকশিত হতে থাকে। ১৯৭০ সালে তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (EPRRI)-এর Associate Director পদে নিয়োজিত করা হয়। ১৯৭৮ সালে তাঁকে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট (BRRI) এর Director General পদে উন্নিত করা হয়। ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ পদে বহাল থেকে ধানের গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ও এর উৎকর্ষ সাধন করেছেন। ১৯৮৫ সনে তিনি International Rice Research Institute-এর আফ্রিকার মহাদেশের জন্য Liaison Scientist নিযুক্ত হন এবং দুই বৎসর সেখানে কাজ করে দেশে ফিরে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের মেম্বার (কৃষি) পদে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯০ সন পর্যন্ত সে পদে নিয়োজিত ছিলেন।

এসব দায়িত্ব ছাড়াও ড. জামান বাংলাদেশ কৃষি কলেজের Volunteer শিক্ষক হিসেবে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর অধ্যাপনা করেছেন এবং তাঁর নিদের্শনায় অনেকে কৃষি বিষয়ে B.Ag/BSc(Ag), MAg ও PhD degree লাভ করেছেন। ড. জামান বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুরের সিন্ডিকেট এর সদস্য ছিলেন। কৃষি কমিশন ও বেতন কমিশনের মেম্বার হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। তাছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট তাঁকে Emeritus Scientist- এর সম্মানে ভূষিত করেছে। এ ছাড়া বিদেশ ও দেশের বিভিন্ন সংস্থা তাঁকে Doctorate of Science (DSc), কৃষি পণ্ডিত, কৃষি উন্নয়ন রত্ন, জাতীয় অধ্যাপক ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করেছে। কৃষি ও কৃষকের জন্য অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ যশোরের কালীগঞ্জ থানার মহেশ্বরচাদার গ্রামবাসীগণ তাঁকে 'স্বর্ণ পদকে' ভূষিত করেছেন।

১৯৬৯ সনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার বিজ্ঞান গবেষণায় অবদানের জন্য তাঁকে স্বর্ণপদক ও ১৯৭৮ সনে বাংলাদেশ সরকার তাঁর অনবদ্য গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারে (স্বর্ণপদক) ভূষিত করেছে। এছাড়া অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বিভিন্নভাবে তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। তাঁর গবেষণা কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি গবেষণাগারের নাম 'Hasanuzzaman Hall' রাখা হয়েছে।

ড. জামান Bangladesh Academy of Agriculture, Bangladesh Association for the Advancement of Science (BAAS), Asiatic Society, Bangladesh, Bangladesh Science Academy, Crop Science Society ও Genetics and Plant Breeding Society of Bangladesh এর আজীবন সদস্য এখনও তিনি কৃষি মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের গবেষণা ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিশেষ করে কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনে (KGF) সঙ্গে জড়িত থেকে এদেশের কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, রিপোর্ট ও পুস্তকের সংখ্যা ১০০ এর উপর।

তিনি FAO, World Bank, Asian Development Bank, JICA, IRRI এবং WARDA এর সাথে বিভিন্ন সময় কাজ করেছেন। তিনি ১৯৮৫ ও ১৯৮৬ সনে FAO-এর International Rice Commission-এর Vice-Chairman ছিলেন।